বাংলাদেশ সরকারের কমপিউটার নীতি ও কতিপয় প্রস্তাবনা

আফতাব-উল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আই,ও,ই

আফতাব-উল ইসলাম

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে বর্তমান সভ্যতার চাকাকে গতিশীল করে রেখেছে বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান জগতের সব চাইতে দ্রুত গতি সম্পন্ন শাখাটি হচ্ছে কমপিউটার বিজ্ঞান। বর্তমান যুগকে 'কমপিউটারের যুগ' বললেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ সকালের সংবাদপত্র থেকে শুরু করে রাতের সুখনিদ্রা পর্যন্ত আমাদের সবকিছুই কোন না কোন ভাবে কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আগামী শতকে কমপিউটার হতে চলেছে মর্যাদার ধারক ও বাহক। তখন হয়তো দেখা যাবে ফ্যাশনের হট ক্রেজ হচ্ছে কমপিউটার। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমাদের তন্বী-তরুনীরা কমপিউটারের বিভিন্ন মডেলের ক্ষুদ্রতম সংস্করণকেই কানের দুল কিংবা গলার লকেট হিসেবে ব্যবহার করছে। আপনার সন্তানের জন্মদিনে আপনার সন্তান 'টিন এজ মিউটেন্ট নিনজা টারটেল' / ফলগাই / ম্যাকগাইভারের ছবি সম্বলিত টিশার্ট না চেয়ে হয়ত কমপিউটারই আবদার করে বসবে।

আগামী এক দশকে কমপিউটার প্রযুক্তিতে নিয়োজিত পুঁজি/ব্যায়ের তুলনায় এর প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে কয়েক লক্ষ গুণ। কমপিউটারের একটি মাত্র চীপ (চীপ=কমপিউটার মস্তিষ্ক) ২০টি সুপার কমপিউটারের সমপরিমাণ কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে।

সময় এসেছে আগুয়ান কমপিউটার বিশ্বের সার্থে পায়ে পা রেখে এগিয়ে চলার, সময়ের স্রোতে আমাদেরকেও সাঁতার দিতে হবে। বিশ্বের কাছে নিজেদেরকে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও মেধা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কমপিউটারের মতো একটি অত্যাধুনিক ও পুঁজি নির্ভর প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করে এর সুফল ব্যাপক জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে সরকারকেই যথাযথ নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কোন বিষয়ে সফলতার জন্য চাই যথেষ্ট উদ্যম, দূরদর্শিতা, যথাযথ নীতি ও পরিকল্পনা। বিশ্বের দরবারে 'তল্পিবিহীন ঝুড়ি' নামে পরিচিত এই আমরা যেন চিন্তা চেতনায় ও মস্তিষ্ক বিহীন এক পিগমী জাতিতে পরিণত হয়েছি। সারা বিশ্ব যখন কমপিউটার আন্দোলনে বিপ্লব ঘটিয়ে একের পর এক সফলতার নিজেদেরকে উত্তীর্ণ করছে আমরা তখন ব্যাঙের মতো শীতনিদ্রায় বিভোর। শুনতে অবাক শুনালেও একথা সত্যি যে, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল প্রণত '১৮ দফা ইনফরমেশন টেকনোলজি গাইডলাইন' ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারের কমপিউটার প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিজস্ব কোন লিখিত, প্রকাশিত বা প্রায়োগিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা নেই।

'বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল' পূর্ববর্তী নাম 'ন্যাশনাল কমপিউটার বোর্ড' তারও পূর্ব নাম 'ন্যাশনাল কমপিউটার কমিটি' একদশক কাল পূর্বে ১৯৮৩ সালে গঠিত হয়েছিল। এই দীর্ঘসময় পরেও বিসিসি/এনসিবি/এনসিসি নামক এইপ্রতিবন্ধী কমিটি এখনো দুগ্ধ পোষ্য শিশুই রয়ে গেছে। অথচ সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল কমপিউটার কাউন্সিল একই সময়ে গঠিত হয়েও আজ বিশ্বের কমপিউটার রাজ্যের সপ্তম সম্রাট। কমপিউটারে এশিয়ার স্বর্গরাজ্য নামে খ্যাত সিঙ্গাপুরে আজ জনসংখ্যা ও কমপিউটারের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১৮ ঃ ১, হংকং এ ৩৩ ঃ ১, দক্ষিণ কোরিয়া ৩৬ ঃ ১, চীনে ২২৫০ ঃ ১, ভারতে ৩১৫০ ঃ ১ আর বাংলাদেশে ১৫০০০ ঃ ১। তবে একথা সত্যি যে আমরা পিছনের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে আছি। আমাদের এই উল্টো দৌড়ের প্রবণতা সর্বক্ষেত্রেই বিরাজ করছে। এই উল্টো দৌড় থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা কবে সম্মুখের দিকে দৌড়াতে শুরু করবো? সেই দৌড়ের বাঁশী বাজাবার মত বংশীবাদক আমাদের কই? সরকার কিংবা বিরোধী নীতিনির্ধারক কুম্ভকর্ণদের ঘুম কবে ভাঙ্গবে?

বিশ্বে কমপিউটার ও কমপিউটার সংশ্লিষ্ট যে ব্যাপক বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে তাতে প্রবেশের উদ্যোগ ও উদ্যোম কোনটাই বাংলাদেশের নেই। শুধুমাত্র সঠিক ও সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণ এবং উদ্যোগের অভাবে বাংলাদেশে হারাচ্ছে 'ডাটা এন্ট্রি' 'সফটওয়ার উন্নয়ন' এবং 'কমপিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তি রপ্তানী'র মত ব্যাপক বাণিজ্যের অর্থকরী বাজারগুলো। প্রজন্ম '৭১ এর প্রবাসী কমপিউটারবিদ ডঃ নুসরাত রেটিনার মতে, আমরা বৎসরে ২০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত এ খাতে রপ্তানী আয় পেতে পারি। সরকার সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা দিয়ে কমপিউটার সার্ভিস ও ডাটা এন্ট্রি শিল্পকে যথা যথাভাবে গড়ে তোলে গার্মেন্টস শিল্পের মতই আরো একটি কর্মবহুলও অর্থকরী শিল্পের দ্বার উন্মোচন করতে পারেন। প্রাশ্চাত্য ও মধ্য প্রাচ্যে এইসব বাণিজ্যের যে বাজার উন্মুক্ত হয়ে আছে তাতে প্রতিযোগীতা করার মত শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা নেয়া দরকার এক্ষুনি। কিন্তু তা করা হচ্ছে না মোটেই।

একটি ফলপ্রসূ ও গতিশীল কমপিউটার নীতিমালা কেমন হওয়া দরকার সে সম্পর্কে ১৯৮৩ সালের বাজেট বক্তৃতায় তৎকালীন অর্থ মন্ত্রী কিছুটা আলোকপাত করেছিলেন। তার মতে, শিক্ষার আধুনিকরণ, গবেষণার মানোন্নয়নকল্পে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত ও কর্পোরেশন এবং শিল্প কারখানা ইত্যাদি সেক্টরে ব্যাপক কমপিউটারাইজেশন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

ভূত তাড়াতে সরিষার প্রয়োজন হয় কিন্তু সরিষার মধ্যেই যদি ভূত থাকে তাহলে ভূত তাড়াবে কে? কমপিউটারের উপর সরকারের কোন সুষ্ঠু নীতিমালাই নেই উপরন্তু সময়ে অসময়ে এই প্রযুক্তির উপরে অযৌক্তিক নানা করের বোঝা চাপানোর চেষ্টা চলে। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কমপিউটার ছিলো একটি অত্যন্ত ব্যয় বহুল অফিস সামগ্রী যার উপর শুল্ক ও করের পরিমাণ ছিলো ১৬০৫। ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে কমপিউটারের উপর হতে শুল্ক ও করের বোঝা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং এক সময়ে কমপিউটার ও কমপিউটার পেরিফেরালস এর শুল্ক ১০৫ এ নেমে আসে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো সর্বস্তরে ব্যাপক কমপিউটারাইজেশন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিকে আত্মস্থ ও প্রয়োগ করার সুকৌশল হিসেবে কমপিউটার ও কমপিউটার পেরিফেরালসকে শুল্কমুক্ত পণ্য হিসেবে গণ্য করছে। কিন্তু নির্মমসত্য হচ্ছে এই যে, সরকারের কিছু কর্তাব্যক্তি ও কমপিউটার সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক মহলের একটি দুষ্ট চক্রের কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত ও নির্বুদ্ধিতার কারণে কমপিউটার শিল্প ও কমপিউটার বাণিজ্যের উপর বিভিন্ন অযৌক্তিক কর ও শুল্কের বোঝা চাপানো হচ্ছে। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমি বলেছিলাম সরিষার মধ্যে ভূত রয়ে গেছে। আমরা যদি থাইল্যাণ্ডের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই থাই সংসদ ১৯৯২ জুলাই অর্থবছরে কমপিউটারের উপরে আমদানী শুল্ক হ্রাস করে ৫৫-৪৫ এ নির্ধারিত করেছে। বর্তমান বছরে এই শুল্ক হ্রাস-পেয়ে হয়েছে মাত্র ১৫। তাদের লক্ষ্যও উদ্দেশ্য একটাই আয় তা হচ্ছে, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কমপিউটারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন আয়োজন কিংবা উদ্যোগ কই?

পত্র-পত্রিকায় সামান্য কিছু ফিচার ও আলোচনা এবং কমপিউটার সংশ্লিষ্ট গুটি কয়েক প্রতিষ্ঠানের সভা-সেমিনার ব্যতীত বিশ্বব্যাপী যে কমপিউটার বিপ্লবের হোলি খেলা চলছে সেই রং নিজেদের গায়ে মাখার কোন তাগিদই আমাদের নেই। ১৯৯২ সালের ২৯শে মে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমপিউটার বিজ্ঞান' প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদার্থ ও ডেমোগ্রাফী'র তুমুল তরুণেরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার শিক্ষা প্রচলনের দাবি নিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। নতুন প্রজন্মের বলিষ্ঠ উচ্চারণ ছিল 'আমরা তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবকে হাতছাড়া করতে পারি না।' আমাদের নতুন প্রজন্মের এই সাহসিক উচ্চারিত বিপ্লব সম্পন্ন

সামগ্রী	কর	মূল্য সংযোজন কর	সাপ্লিমেন্টারী	অগ্রীম আয়কর	আইপি এবং এফ
১) প্রসেসর মনিটর কী বোর্ড	৭.৫৫	১৫৫	—	২৫	২৫
২) ডিস্ক	ঐ	ঐ	—	ঐ	ঐ
৩) সফটওয়্যার					
৪) রিবন	৩০৫	১৫৫	২৫৫	২.৫৫	২.৫৫
৫) ইউপিএস	৭৫৫	১৫৫	—	২.৫৫	২.৫৫
৬) ক্যাবল	৬০৫	১৫৫	—	২.৫৫	২.৫৫
৭) স্পেয়ারপার্টস	৭.৫৫	১৫৫	—	২.৫৫	২.৫৫

সকল সম্ভাবনা ও সমর্থই আমাদের আছে, দরকার শুধু যোগ্য নেতৃত্ব। অনেকের কাছে আমাদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কথা হাস্যকর ঠেকতে পারে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে হচ্ছে, মার্কিন গবেষণা সংস্থা NASA–র মত কর্মক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় কমপিউটারবিদগণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর রাখছেন। পৃথিবীর সেরা কমপিউটারবিদদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এদেশেরই সন্তান। সুতরাং আর সময় ক্ষেপন না করে যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে এ অত্যাধুনিক ও অতিপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তিকে করায়ত্ব করবার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছি যখন এবার বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে (প্রায় ১৯৫) কিন্তু আমরা জানি না এই ১৯৫ এর মধ্যে কত শতাংশ কমপিউটার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বা আদৌ এ খাতে কোন বরাদ্দ আছে কি না?

শিক্ষার ব্যাপক প্রসারও আধুনিকীকরণ, গবেষণার মানোন্নয়ন এবং সার্বিক জাতীয় অগ্রগতির জন্য কমপিউটারের বিকল্প কোন প্রকল্প আমাদের কর্তাব্যক্তিরা কি আমাদেরকে উপহার দিতে পারবেন? এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, সরকার যদি যথাযথ উদ্যোগ ও আন্তরিকতার সাথে কমপিউটার শিক্ষায়ন কর্মসূচী হাতে না নেয় তাহলে আমাদের সামগ্রীক উন্নয়ন কর্মসূচী অতীতের সব উন্নয়ন তৎপরতার মতই ব্যর্থতার পর্যবসতি হবে।

কমপিউটার ও কমপিউটার পেরিফেরালস উপর বিদ্যমান বিভিন্ন কর ও শুল্কের চিত্র ঃ

• সরকারের শুল্ক বিভাগের কতিপয় মহারথী ব্যক্তি নিজেদেরকে খুবই বিজ্ঞ মনে করেন এবং বুঝে না বুঝে কমপিউটার ও এর পেরিফেরালস–এর উপর অযৌক্তিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের বাহাদুরী ও ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকেন। উনারা খোজ খবর নেন না যে বহির্বিশ্বে কমপিউটার ও এর পেরিফেরালস মূল্য ক্রমশঃই হ্রাস পেয়ে চলছে। এর ঠিক বিপরীতে চিত্র দেখা যায় বাংলাদেশে। ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভেনিউ যে বইয়ের কোর্ড ব্যবহার করে কমপিউটার ও এর পেরিফেরালসের উপর করারোপ করছেন তা এক বছরের পুরানো পাকিস্তানী একটি কোর্ড বই। এ অবস্থায় অবসান হওয়া দরকার অতি শীঘ্রই।

গতিশীল আগামী শতাব্দীতে উত্তরণের লক্ষে আমাদেরকে ব্যাপক কমপিউটারাইজেশন কর্মসূচী হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এর পিছনে থাকতে হবে সরকারের আন্তরিক ও অব্যাহত সমর্থন এবং সহযোগিতা। আর জনগণকেও হতে হবে সরকারের যোগ্য সহযোগী। আর এব্যাপারে সরকারকেই পালন করতে হবে মুখ্য ভূমিকা।

কমপিউটার শিল্পকে আত্মস্থকরণ এবং এর মাধ্যমে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে কিছু প্রস্তাবনা ঃ

১। স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা চালুকরণ এবং এই লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজীতে কমপিউটারের বই প্রকাশ।

২। অতিসত্বর "কমপিউটার শিক্ষক" প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালুকরণ।

৩। রেডিও ও টিভি–তে কমপিউটার ব্যবস্থা এবং এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সহজবোধ্যভাবে সম্যক ধারণা প্রদান।

৪। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিত্য দিনের কাজে কর্মে কমপিউটার ব্যবহারকারীদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উভয় ক্ষেত্রেই ১০০৫ প্রাথমিক অবচয় (depreciation) দেওয়া উচিত।

৫। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে 'কমপিউটারাইজড একাউন্ট' এর জন্য কর বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত সুবিধাদি প্রদান।

৬। সরকার প্রণীত আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং লীজ কোম্পানিকে নিম্নতম সুদে কমপিউটারাইজড বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানে ব্যবস্থাকরণ।

৭। যোগাযোগ ব্যবস্থাগত অবকাঠামোকে (Communication infrastructure) উন্নতর ব্যবস্থায় রূপান্তরিতকরণ। Data Entry Business, অন্যান্য সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার বাণিজ্য জগতের প্রতি মুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং বর্হিবিশ্বে তথ্য প্রেরণের জন্য স্যাটেলাইট ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে কিছু Communication High-Way তৈরীকরণ অত্যন্ত জরুরী। বিদ্যমান অবস্থায় আমাদের কোন ব্যবহার উপযোগী নিজস্ব Information Gateway নেই, অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সাত সাতটি Gateway বিদ্যমান।

৮। স্বচ্ছ, সময়োপযোগী এবং সার্বজনীন 'জাতীয় কমপিউটার নীতি' জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করানো।

৯। কমপিউটার সংশ্লিষ্ট Intellactual Property/Right সংরক্ষণ কল্পে একটি নতুন ও আলাদা 'ট্রেড মার্ক ও কপি রাইট আইন' প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করানো উচিত, যা কমপিউটার বাণিজ্যিক দস্যুতাকে রোধ করবে কঠোর হস্তে। কারণ ঃ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে Intellactual Piracy একটা মামুলী চুরিতে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ লোক মনেই করে না যে এটা একটা বিরাট অপরাধ। Intellactual Piracy যেমন স্থানীয় মেধা ও প্রজ্ঞার প্রসারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি বাইরের মেধা ও প্রজ্ঞা এবং এতদ্বসংশ্লিষ্ট পুঁজির আগমন ও বিকাশকে ব্যহত করে। কমপিউটার সফটওয়্যার কোম্পানীগুলোর অভিযোগ অনুযায়ী পাঁচশত মার্কিন ডলার মূল্যের কোন বহুল প্রচলিত সফটওয়্যার প্রোগ্রাম দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে মাত্র সাড়েসাত মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়। দেখা যায় নকল করা (Counterfeit) কমপিউটার বিক্রি হয় ৫/১০টি সফটওয়্যার প্রোগ্রামসহ এবং এতদ্বসংশ্লিষ্ট চুরি করা বই ও ম্যানুয়েলও দেওয়া হচ্ছে বিনে পয়সায় অথচ এগুলোর উৎপাদন ব্যয় বিক্রয় মূল্যের চাইতে অনেক বেশী।

এই জন্য আমেরিকার সরকার কর্তৃক ১৯৮৮ সালের OMNIBUS TRADE ACT SECTION-301 মেনে চলার জন্য তাইওয়ান, থাইল্যাণ্ড ও ইণ্ডিয়ান সরকার চরম চাপের সম্মুক্ষীণ হচ্ছেন।

১০। কিছু কমপিউটার পেরিফেরালস–এর উপর সর্বনিম্ন রাজস্ব ও কর ধার্যকরণ এবং এগুলোর উপর অযৌক্তিক ৩০৫ ফিক্সড ট্যারিফ রহিতকরণ।

১১। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারকে শুধু মাত্র দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সুদৃশ্য নেকাবে আবৃত না রেখে এর সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সর্ব অধঃস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সবাইকে আন্তরিক হতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য ট্রেনিং–এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২। বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে একটি 'তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটার শিল্প মন্ত্রণালয়' গঠন।

আমরা সবাই বলি, শুরু করা দরকার কিন্তু শুরু করি না, অন্যের সমালোচনায় মুখর হই— নিজের কর্মের মূল্যায়ন করি না, অন্যের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হই— নিজে চেষ্টা করি না। এই অবস্থা আর কত দিন চলবে? বর্হিবিশ্বে আজ আমাদের অবস্থান কোথায়?

আমরা কি চিরদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়েই ঘুরবো, নাকি নিজেরা নিজেদের স্বল্প পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচন করবো— জাতিকে আজ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। বিশ্বব্যাপী যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে সেই স্রোতে নিজেদেরকে ভাসাবার মত যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে হবে। সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কি বিচিত্র সেলুকাস! আমাদের কোটি টাকার স্বপ্নের সংসদ সৌধে এ বছর জাতীয় বাজেট পাশ হয়েছে মাত্র কিছু দিন হলো, অথচ ট্রেজারী বেঞ্চ কিংবা বিরোধী দল কেউ এই 'অত্যাধুনিক ও অতীব প্রয়োজনীয়' প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। যদি এমনটি হবে তাহলে আর জনগণকে কেন মিথ্যা আশ্বাস, সাংসদরা জন প্রতিনিধি এবং উনারা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করবেন? ✤

বাংলাদেশের 'বাংলা'

(১৭ নং পৃষ্ঠার পর)

মহা তৎপর হয়ে উঠেছে। বিএসটিআই–র ইলেকট্রিক ডিভিশন মান শাখার ডেপুটি ডাইরেক্টর আতাউল কবীর আমাদের জানান, তারা কমপিউটারে বাংলা কোডিং সম্পর্কে আগে কিছুই জানতেন না। সম্প্রতি তাঁরা বিষয়টি জেনেছেন এবং তাদের এখানে কোন কমপিউটার এক্সপার্ট নেই। এই বিষয়ে তারা এখন জোর খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

কে নেবে এ ব্যর্থতার দায়

এরপর কি হবে? 'বাংলা' কি আলাদা হবে? নাকি বাংলা ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? ১৯৮৭ সন থেকে বাংলাদেশে কী বোর্ড প্রমিতমরণের কাজ শুরু হলে কমপিউটার কাউন্সিলের তদানীন্তন কর্তারা এর কমিটিকে একটা মহাজন কমিটিতে পরিণত করেন। বাংলা একাডেমী কী বোর্ড তৈরীর নামে বিদেশ সফরের আয়োজন করে এবং শেষ পর্যন্ত টাইপরাইটার ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাপুরণ করে ক্ষান্ত হন। এর মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পুনা বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব দিয়ে বাংলার বাইরে বাংলার কীবোর্ড তৈরী করে ফেলে। সেখানে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশে কমপিউটার কীবোর্ড ও কোডিংপ্রমিতকরণে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার দাপট প্রায় তাণ্ডবের রূপ নেয়। বিজ্ঞানীদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়।

কী বোর্ড প্রমিতকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য কমপিউটার জগৎ মাথা কুটতে থাকে, কিন্তু সবাইকে খুশী করার জন্য কখনো গাধাকে কাঁধে কখনো গাধার পিঠে সওয়ারী হয় নীতিনির্ধারকরা। এ তামসার মধ্যে রাজনৈতিক সরকারের অতি বিজ্ঞ রাজনৈতিক মন্ত্রী এবং বড় পদ পদবীর অধিকারী দায়িত্বহীন কর্তারা হাই তুলে সময় যাপনকালে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ভারতের বাংলার কোডিং আইএসও–র স্বীকৃতি নিয়ে আসায় বাংলাদেশ এক নতুন সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অন্ধ গহবরে নিপতিত হলো। আগামী দশকের মধ্যে এটাই উর্দুর আধিপত্যের মত বাংলা ভাষার পরিধিকে সীমিত সংকুচিত করে তুলবে।

কেবল আপন ভাষার অধিকারকে দায়িত্বহীন উপেক্ষায় অন্য জাতির হাতে আবারও তুলে দেবার কারণে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তৎকালীন খাদ্য নাজিমুদ্দিন ও বর্তমান বিসিসি কর্তারা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে গুলীবর্ষনকারী তৎকালীন নুরুল আমীন ও ঘাতক পুলিশের মত ভাষা দমনকারী ঘৃণিত চরিত্রের অবস্থানে অধঃপতিত হলে ইতিহাস বিস্মিত হবে না।

এই শিক্ষামন্ত্রী, এই ডক্টরেটধারী এমপি এবং কেন্দলে ব্যাপৃত বিসিসির উপরেই ইতিহাসের নিন্দা এসে থেমে থাকবে না— এসব ব্যক্তিদের ধারক বাহক বর্তমান রাজনৈতিক সরকারকেও এই সমগ্র অপরাধ ও ব্যর্থতার দায় আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে ইতিহাসের সামনে দাঁড়াতে হবে। ✪